

মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী
রাহিমাতুল্লাহর গবেষণাধর্মী বয়ান

মওদুদী জামাত কি পাঁচ গুমরাহিয়াঁ



অনুবাদক : আবুল হাসনাত

মওদূদী জামাত কি পাঁচ গুমরাহিয়াঁ

মূল

হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী

রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি

[সাবেক শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীন, দারুল উলুম দেওবন্দ]

মওদুদী জামাত কি পাঁচ গুমরাহিয়াঁ

মূল

হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী

রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি

[সাবেক শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীন, দারুল উলুম দেওবন্দ]

অনুবাদক

আবুল হাসনাত

বীরদল, কানাইঘাট, সিলেট

০১৬৪৪-১৬৬৮৭৫

প্রকাশনায়

আল-মাদানী প্রকাশনী সিলেট

মূল্য : ৪০ টাকা মাত্র

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২২

ডিজাইন ও ছাপা

হরফ মিডিয়া

বশির কমপ্লেক্স, বন্দরবাজার, সিলেট

০১৭২৩ ০৯৫৩৭৬

মুখবন্ধ

নিউইয়র্কের একটি বড় মসজিদে হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী সাহেবের দশ দিনের দীনী কার্যক্রম ছিল। প্রতিদিন এশার পরে বয়ান হত। বয়ানের পরে সওয়াল-জওয়াবের ধারাবাহিকতা চলত। মানুষ বারবার জামাতে ইসলামীর ব্যাপারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত। হযরত জওয়াবে বলতেন যে, এটি দীর্ঘ বিষয়; অন্য সময় বোঝাব। সুতরাং শেষ দিন এই বিষয়ে আলোচনা করেন।

মওদূদীবাদের ব্যাপারে হযরতের মত প্রবাদ পুরুষ কিংবদন্তি, অতুলনীয় এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিত্বের আলোচনা অবশ্যই উম্মতের জন্য উপকারী হবে। এই বিবেচনা করে আলোচনাটির বঙ্গানুবাদ আপনাদের সামনে পেশ করার ইচ্ছে জাগল। আল্লাহ তাআলা এটাকে কবুল করুন।

আবুল
হাসনাত
সেপ্টেম্বর
২০২২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما
بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

বুয়ুর্গ এবং ভাইসব ! আজ আমি আপনাদেরকে জনাব
সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী সাহেব ও তার দল
‘জামাতে ইসলামী’র স্বরূপ বুঝাতে চাই। লোকেরা
সাধারণত এ সম্পর্কে সচেতন নয় এবং সবাই এটি
ব্যাখ্যা করতে পারে না। সেজন্য আজকের শেষ
বৈঠকে আমি এই বিষয়ে সংক্ষেপে কথা বলতে চাই।
তবে আমি যে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করব তা হবে
মৌলিক বিষয়। তাই সেগুলি মনোযোগ সহকারে
শুনুন। যার বুঝে আসবে, সে গ্রহণ করে নিবে আর
বুঝে না আসলে এই পৃথিবীতে কাউকে জোর করা
যাবে না।

মওদুদী জামাতের মৌলিক গুমরাহী হল পাঁচটি

১. সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠি নন:

সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী সাহেব আমাদের জামাআতের একজন সদস্য ছিলেন। শুরুতে আমাদের সকল লোক তার সাথে ছিল। আমাদের সাথে তার মতবিরোধ কোথা থেকে শুরু হয়েছে তা বুঝতে হবে। সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী সাহেব প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দীনি শিক্ষা অর্জন করেননি। ইংরেজি শিক্ষাও তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পড়েননি। তবে তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। তিনি স্বীয় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ইংরেজিও শিখেছিলেন, আরবি ভাষাও শিখেছিলেন। শুরুতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মুখপাত্র ‘আল-জমিয়ত’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সে সময় জমিয়তের সভাপতি ছিলেন মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি। কথিত আছে, তিনি মুফতী সাহেবের কাছ থেকেও উপকৃত হয়েছেন। সম্পাদক থাকাকালে তিনি ‘আল জিহাদ ফিল ইসলাম’ লিখেছিলেন এবং সকলেই তা খুব পছন্দ করেছিলেন। এরপর তিনি আল-জমিয়তের সম্পাদনা ছেড়ে দিয়ে হায়দ্রাবাদ চলে যান। সেখানে যাওয়ার পর তিনি ‘তরজমানুল কুরআন’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন এবং তাতে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। এটা সেই সময় ছিল, যখন হিন্দুস্তানে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরেশোরে চলছিল। তাই মওদুদী সাহেবও স্বাধীনতা প্রসঙ্গে শক্তিশালী প্রবন্ধ লিখতেন। অন্যান্য বড় বড় আলেম যেমন মাওলানা আলী মিয়া নদভী, মাওলানা মনযূর নোমানী, মাওলানা আমিন আহসান ইসলামী এবং মাওলানা বখতিয়ারী মাদ্রাজী রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ হযরতগণও তার পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখতেন।

তারপর একটা সময় এলো যখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমাকে আমার নিজের একটা আলাদা দল গঠন করতে হবে। আর এ ব্যাপারে তিনি দিল্লীতে প্রথম বৈঠক ডেকেছিলেন। এই সমাবেশে আমাদের আলেম মাওলানা মনযূর নোমানী সাহেব, মাওলানা আলী মিয়া নদভী সাহেব, মাওলানা বখতিয়ারী এবং মাওলানা আমিন আহসান ইসলামী সাহেব প্রমুখ অংশ নেন। এই বৈঠকে মওদুদী সাহেব তার দল গঠন করেন এবং এর মৌলিক গঠনতন্ত্র পেশ করেন। যার প্রথম ধারা ছিল “এই দলের নাম হবে জামাতে ইসলামী”। প্রথমেই এই নিয়ে বিতর্ক হল

যে, জামাতে ইসলামীর মর্ম কি? এই দলে যে নেই, সে কি মুসলমান নয়? মাওলানা মওদুদী সাহেব বুঝিয়ে দিলেন যে- না, এর মানে এই নয়; এটা শুধু একটা প্রতীকী নাম। যাইহোক, এই প্রথম ধারায় এখতেলাফ ছিল, তবে তেমন বেশি ছিল না। দ্বিতীয় ধারার মধ্যে ছিল যে, “যে-ই এই দলে शामिल হবে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া আর কারো যেহনী গুলামী করবে না”। এই যেহনী গুলামী শব্দটি অস্পষ্ট ছিল। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালনের ক্ষেত্রে যেহনী গুলামী শব্দটি ব্যবহার করা উচিত ছিলনা। সে যাই হোক, কিন্তু যখনই দ্বিতীয় ধারা প্রকাশ পেল, তখন তাতে প্রবল মতানৈক্য দেখা দিল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে আপনি কি বলেন? সাহাবায়ে কিরামের ইজমা দলিল কি না? প্রথমেই এই বিষয়টি উত্থাপিত হয় এবং দীর্ঘ আলোচনা হয়। এই আলোচনার পর সেসব আকাবির তার থেকে পৃথক হয়ে যান। সর্বপ্রথম দারুল উলুম দেওবন্দের তৎকালীন শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা সাযিদ্ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি সেই দলের উপর আপত্তি তোলেন যে, সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে স্থায়ী অবস্থান সুস্পষ্ট কর; তাঁদের ইজমা দলিল কি না? এই ধারা আজ পর্যন্ত তাদের গঠনতন্ত্রে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তারা সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে স্থায়ী অবস্থান স্পষ্ট করেনি। তারা বলে যে, আমরা কোথায় সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা করি? আকাবিরগণ বলেন যে, তোমরা দোষ ধর কি না, সমালোচনা কর কি না- সেটা তো পরের বিষয়। প্রথমে এটার জওয়াব দাও যে, সাহাবায়ে কিরামের ইজমা হুজ্জত কি না? আজ পর্যন্ত তারা হ্যাঁ-না কিছুই বলে নি। এটিই সেই তুমুল বাদানুবাদ যে, সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি কি না? যদি তারা সাহাবায়ে কিরামকে হুজ্জত মেনে নেয়, তাহলে সংবিধানে একটি বাক্য যোগ করতে তাদের সমস্যা কি ছিল? কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত তারা তা যোগ করেনি। সেদিন থেকে আমাদের এবং তাদের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হয় এবং তারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত থেকে ছিটকে পড়ে। কারণ, তারা জামাআত তথা সাহাবায়ে কিরামকে হুজ্জত হিসেবে গ্রহণ করেন না। সুতরাং তাদের এবং আমাদের এখতেলাফ *صراط الذين انعمت عليهم* থেকে শুরু হয়। আমাদের পথ হল তাঁদের পথ, যাঁদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন এবং তাঁর সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হলেন সাহাবায়ে কিরাম। আমরা তাঁদের পথ অনুসরণ করেছি। জামাতে ইসলামীরা তাঁদের পথ অনুসরণ করেনি। সুতরাং আমাদের এবং তাদের মধ্যে একটি পার্থক্য এই হল যে, তারা সাহাবীদের ইজমাকে হুজ্জত হিসেবে গ্রহণ করে না এবং আমরা (হুজ্জত) মানি। সেজন্য তারা الجماعة তথা জামাআতের অন্তর্ভুক্ত থাকেনি। এই একটি বিষয়ই তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

২. হুকুমতে ইলাহী প্রতিষ্ঠা করা দীনের অক্ষদণ্ড-মেরুদণ্ড:

ইসলামের শিক্ষা খুবই বিস্তৃত। পুরো কুরআন শরীফ পূর্ণ, পুরো হাদীস পূর্ণ। এই দুইয়ের বিস্তারিত আলোচনায় সমগ্র ফিকাহ পরিপূর্ণ। কিন্তু বলুন তো, কুতবুর রাহা কী? কুতবুর রাহা হল জাঁতাকলের চাকার অক্ষ; পেষণযন্ত্রের পেষণী অক্ষ; চাক্কির কেন্দ্রে আড়াআড়িভাবে যুক্ত দণ্ড, যার উপর চাক্কির উপরের ফলক ঘুরে। ইসলামের কুতবুর রাহা কী? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত উম্মত এই বুঝে আসছে যে, সেই কুতবুর রাহা হল **رضوان من الله** অর্থাৎ আল্লাহর তাআলার সম্ভৃষ্টি অর্জন করা। কুরআনে কারীমে রয়েছে,

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
আল্লাহ তাআলা মুমিন নর ও মুমিন নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন
এমন উদ্যানরাজির, যার তলদেশে নহর বহমান থাকবে। তাতে তারা
সর্বদা থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসস্থানের, যা রয়েছে সত্য সজীব
জান্নাতে। আর আল্লাহর সম্ভৃষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ, (যা জান্নাতবাসীগণ লাভ
করবে)। এটাই মহাসাফল্য [তাওবা ৭২]

অর্থাৎ সব নিয়ামত থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ হল আল্লাহ তাআলার সম্ভৃষ্টি।

সূরা ইউনুসে রয়েছে:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম ঘর এবং তারও চেয়ে
বেশী কিছু [ইউনুস ২৬]

জান্নাত এবং সমস্ত নিয়ামত তো অর্জিত হল। তাহলে আরো বেশি কী? হাদীস শরীফে এর ব্যাখ্যা এসেছে যে, যখন সমস্ত জান্নাতিরা জান্নাতে পৌঁছে যাবেন, তখন আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন, আমার বান্দাগণ! তোমাদেরকে আমি যেসব নিয়ামতরাজি দান করেছি, তোমরা কি তার উপর সম্ভৃষ্ট? সমস্ত জান্নাতবাসী বলবে যে, পরওয়ারদিগারে আলম! আমরা সম্ভৃষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলবেন, ‘আমি তোমাদের জন্য একটি নিয়ামত গোপন করে রেখেছি। সেই নিয়ামত আমি তোমাদেরকে এখনো দেইনি।’ জান্নাতিরা চিন্তা করতে থাকবে যে, সমস্ত নিয়ামত তো আমাদের লাভ হল। অতঃপর কোন সে নিয়ামত বাকি আছে, যা এখনো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেননি?

তখন জান্নাতিরা আরজ করবে: হে পালনকর্তা! সে নিয়ামত কি? আল্লাহ তাআলা যা বলবেন তা হল, ‘আজ আমি ঘোষণা করছি যে, সমস্ত জান্নাতবাসীদের উপর আমি সম্ভ্রষ্ট হয়ে গেছি; এমন সম্ভ্রষ্টি যার পরে আমি কক্ষনো তোমাদের ওপর অসম্ভ্রষ্ট হবো না।’ হাদীস শরীফে এসেছে, যখন এই ঘোষণা হবে, তখন মুমিনদের আনন্দের ইয়ত্তা থাকবে না। আল্লাহ তাআলার সম্ভ্রষ্টির সামনে জান্নাতের সমস্ত নিয়ামতরাজিকে কিছুই মনে করবে না।

বুঝা গেল, সবচেয়ে বড় নিয়ামত হল আল্লাহ তাআলার রেহামন্দী। আপনি নামাজ পড়েছেন এবং আল্লাহ তাআলা রাযি হয়েছেন, তো আপনার নামাজের ফায়দা আছে। আর যদি আপনি নামাজ পড়েন লোক দেখানোর জন্য, লৌকিকতার জন্য, দুনিয়া তো দেখে নিল এবং শুনে নিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সম্ভ্রষ্ট হলেন না, তাহলে ঐ নামাজ নামাজির মুখের উপর নিক্ষেপ করা হবে। অনুরূপ অবস্থা যাকাতের, একই অবস্থা রোজার, হজ্জেরও একই অবস্থা, একই অবস্থা সমস্ত ইবাদত-বন্দেগির যে, যদি আমাদের বন্দেগি দ্বারা আল্লাহ তাআলা সম্ভ্রষ্ট হয়ে যান, তাহলে আমরা সফলকাম। আর যদি আল্লাহ তাআলাকে খোশ করতে না পারি, তাহলে আমাদের জন্য সফলতা নয়।

যাহোক, সমস্ত উম্মত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে অদ্যাবধি এ কথা বুঝে আসছে যে, ইসলামের পেষণযন্ত্রের অক্ষ, যার ওপর সমস্ত আহকাম ঘুরছে, তা হল *رضوان من الله* অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সম্ভ্রষ্টি অর্জন করা। এখন মওদুদী সাহেব আসলেন। তিনি সেই অক্ষ ফেলে দিলেন এবং নতুন একটি অক্ষ ফিট করলেন। ঐ নতুন অক্ষ কী? কেন্দ্র কী? ইকামতে দীন। এটা তো তার অত্যন্ত সুন্দর ব্যাখ্যা। কিন্তু ইকামতে দীনের মর্ম নিজের মধ্যে দীন প্রতিষ্ঠা করা অথবা দীনের উপর আমল করার জজবা সৃষ্টি করা নয়। ইকামতে দীনের মতলব হচ্ছে, দুনিয়ার মধ্যে খেলাফতে ইলাহী প্রতিষ্ঠা করা। তিনি এই নতুন অক্ষদণ্ড লাগিয়েছেন এবং সমস্ত আহকামকে এর উপর ঘুরিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই যে জামাতের সাথে নামাজ আদায়, তা হচ্ছে সেনাবাহিনীর প্যারেড। আল্লাহ তাআলাকে সম্ভ্রষ্টি করার বিষয়টি এখন সেনাবাহিনীর প্যারেড হয়ে গেল! যাকাত হচ্ছে জাতীয় ফান্ড। এজন্য তারা প্রত্যেক কাজে যাকাত ব্যয় করে। কেননা ফান্ড তো প্রত্যেক কাজে ব্যয় হয়ে থাকে, যেমন সরকারি ফান্ড প্রত্যেক কাজে ব্যবহার করা হয়। রোজা হল, সেনাবাহিনীর ক্ষুধার্ত থাকার ট্রেনিং এবং হজ্জ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স। এই সমস্ত অপব্যখ্যা তার ছোট-বড় বইসমূহে বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক বস্তু থেকে তিনি আল্লাহ তাআলার সম্ভ্রষ্টিকে বের করে দিয়েছেন এবং হুকুমতে ইলাহী কায়ম করার কথা শামিল করে দিয়েছেন।

হুকুমতে ইলাহী কায়েম করা কি ফরয নয়?

একটি প্রশ্ন: আল্লাহ তাআলা কি হুকুমতে ইলাহী কায়েম করতে নির্দেশ দেননি? নিশ্চয় দিয়েছেন। হুকুমতে ইলাহী কায়েম করা ফরয। কিন্তু তা ইসলামের জড় নয়, মূল নয়, শিকড় নয়, ভিত্তি নয়, বুনিয়াদ নয়; বরং তা হচ্ছে, ইসলাম নামক গাছের একটি শাখা। যেমন নামায আহকামে ইসলামের একটি শাখা। যাকাত, রোজা, হজ্জ এবং তেলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি অগণিত শাখা রয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে,

الإيمان بضع وسبعين شعبة

অর্থাৎ ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে।

এই শাখাসমূহের মধ্য থেকে একটি হল হুকুমতে ইলাহীও প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে অবস্থা অনুকূল পাওয়া যাবে, হুকুমতে ইলাহী প্রতিষ্ঠা করা যাবে, সেখানে মুসলমানদের উপর আল্লাহর শাসন কায়েম করা ফরয। তবে তা দীনের বুনিয়াদ নয়। কিন্তু মওদুদী সাহেব একটি শাখাকে কর্তন করে ইসলাম নামক গাছের জড় এবং গুঁড়ি বানিয়ে দিলেন আর বাকি সমস্ত ইসলামী আহকামকে তার চতুর্পাশে ঘুরিয়ে দিলেন। তিনি তার কোন কিতাবে এ বাক্য লিখেছেন যে, যেসব নবী নিজের পুরো জিন্দেগী দীনের মেহনত করেছেন, কিন্তু দুনিয়ায় হুকুমতে ইলাহী প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি, তারা দুনিয়ায় নিজের মিশনে অকৃতকার্য হয়েছেন। তওবা! কমবেশি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল এসেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে কতজন হুকুমতে ইলাহী কায়েম করেছেন? পাঁচ-দশজনের দৃষ্টান্ত আপনি দেখাতে পারবেন। বাকিগণ তো দীনের মেহনত করতে করতে চলে গেছেন। তাঁদের জন্য পরিস্থিতি অনুকূলে ছিল না, হুকুমতে ইলাহী কায়েম করার সুযোগ লাভ হয়নি। তাহলে কি সেসমস্ত নবীগণ দুনিয়ায় ব্যর্থ হয়েছেন?

প্রকৃত বিষয় হল, যখন তিনি হুকুমতে ইলাহী কায়েম করাকে অক্ষ বানিয়ে দিলেন, এখন যারাই জীবনভর চেষ্টা-সাধনা করেও হুকুমতে ইলাহী কায়েম করতে পারবেন না, তারা ব্যর্থ, অকৃতকার্য বলে বিবেচিত হবে!

মজার ব্যাপার হল, স্বয়ং মওদুদী সাহেবও বিফল হয়েছেন। তিনিও নিজের জীবনের মধ্যে হুকুমতে ইলাহী কায়েম করতে পারেননি। এমনকি জীবনভর নারী নেতৃত্বের বিরোধিতা করে আসছিলেন। পরিশেষে ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন করেন। কিন্তু তাকে জেতাতে পারেননি! আবার নিজেও হুকুমতে ইলাহী কায়েম করা ছাড়াই এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

হুকুমতে ইলাহী কায়েমের ফিকির কিন্তু নিজের মধ্যে দীন কায়েমের ফিকির নেই !

বর্তমানে জামাতে ইসলামীতে যেসব লোক রয়েছেন, তাদের জিন্দেগীর উপর হালকা দৃষ্টিপাত করুন। তো আপনি দেখবেন, নামাযের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ নেই। রোজার প্রতি কোন আগ্রহ নেই। তাদের লেবাস-পোশাক ইসলামী নয়। তাদের চেহারাও ইসলামী নয়। অবশ্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজনৈতিক স্বার্থে দৌড়বাপ করবে। কিন্তু নামাযের সময় আসলে মসজিদের মধ্যে দেখা মিলবে না। এর কারণ হচ্ছে, তাদের গুরুরা ইসলামের চাক্কির অক্ষ পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

হুযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে অদ্যাবধি সকল উম্মত এ কথা বুঝে আসছে যে, ইসলামের মেরুদণ্ড আল্লাহর সম্বৃষ্টি অর্জন করা। যদি আপনার ইবাদত, আপনার মুআমালাত, আপনার মুআশারাত ও আখলাক-চরিত্র দ্বারা আল্লাহ তাআলা সম্বৃষ্ট হন, তাহলে আপনি সফলকাম। আর যেখানে অবস্থা পক্ষে থাকবে, অনুকূলে হবে, সেখানে হুকুমতে ইলাহী কায়েম করাও মুসলমানদের উপর ফরয। আমরা তা অস্বীকার করিনা। এজন্য যখন তিনি ‘আল জিহাদ ফিল ইসলাম’ বই লিখেছেন, তখন আমাদের আকাবিরগণ এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অতএব, এ কথা ভালোভাবে বদ্ধমূল করে নিন যে, খেলাফতে ইলাহী কায়েম করা সেখানে ফরয, যেখানে অবস্থা অনুকূলে হবে। হুযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুয়াজ্জামায় তেরো বছর ছিলেন। কোন খেলাফতে ইলাহী প্রতিষ্ঠা করেননি। মদীনা মুনাওয়ারায় আসার পর যখন সংঘবদ্ধতা, সমাজ এবং আশ্রয়স্থল, কেন্দ্র অর্জিত হল, তখন ধীরে ধীরে হুকুমত প্রতিষ্ঠা হওয়া শুরু হল। পরিশেষে আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে যে, সমস্ত মওদুদী লিটারেচারের সারমর্ম হল আল্লাহর সরকার প্রতিষ্ঠা করা। তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার সম্বৃষ্টির কোন অস্তিত্বই নেই।

৩. তাসাওউফ হচ্ছে আফিমঃ

দীন তিন বস্তুর সমষ্টির নাম এবং এই তিনটি একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জামা ছাড়া যেমন আঁচল হতে পারে না, তেমনি আঁচল ছাড়া জামা বেমানান। সে তিন বস্তু কী? একবার নবী পাক সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ চলছিল। হঠাৎ করে কেউ একজন মসজিদে প্রবেশ করলেন। অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ কাপড় পরা, কালো চুল। মনে হল তিনি এইমাত্র গোসল করেছেন। জনতাকে টপকিয়ে

সামনে অগ্রসর হলেন এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে বসলেন এবং প্রশ্নোত্তর শুরু করলেন: **ঈমান কোন জিনিস?** নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ছয়টি বিষয় অন্তর দ্বারা কবুল করার নাম ইমান। এ বিষয়গুলো ঈমানে মুফাসসালে নেওয়া হয়েছে। তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন: **ইসলাম কি জিনিস?** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: পাঁচটি আমলের নাম ইসলাম। তৃতীয় প্রশ্ন ছিল: **ইহসান কী?** তিনি বললেন: আল্লাহকে অবলোকন করে বন্দেগি করা। আর যদি তুমি আল্লাহকে না দেখে থাক, তাহলে আল্লাহ তো তোমাকে দেখছেন।

অতএব, এই হল মুমিন জীবনের সারকথা। আর এই তিন বস্তুর সমষ্টিকে দীন বলা হয়। তিন বস্তু পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। একটি অপরটি থেকে পৃথক হতে পারে না। এই ঈমানকে মাদরাসায় **‘ইলমে কালাম’** নামে পড়ানো হয়, ইসলামকে **‘ফিকহ’** নামে পড়ানো হয় এবং ইহসান হচ্ছে **‘তাসাওউফ’** বা পীর-মুরিদীর নাম। আর তাসাওউফ সহীহ নিয়তের নাম। এই ইহসান বা তাসাওউফ ইমান (আকাঈদ) এবং ইসলাম (আমল) এর রূহ। যদি আকীদায় নিয়ত বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে তা আকীদাগত নেফাক। আর আমলে নিয়ত পরিশুদ্ধ না হলে তা ছোট শিরক হয়ে যায়।

মোটকথা, এই তিন বস্তু একটি অপরটির জন্য অত্যাৱশ্যক। কিন্তু মওদুদী সাহেব এসে ঈমান এবং ইসলামকে তো স্বীকার করেছেন, তবে তাসাওউফের ব্যাপারে বলেছেন: এটা চুনিয়া বেগম, আফিম। যে বস্তুকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান এবং ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করে আবশ্যক করে বয়ান করেছেন, জনাবওয়াল্লা একে আফিম আখ্যা দিয়েছেন! আর এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু তার নয়। একই কথা লা-মাযহাবীরা বলে থাকে যে, তাসাওউফ একটি ভূতের নাম, যা মানুষের উপর সওয়ার হয়ে যায়। আল্লাহর পানাহ! কুরআনে কারীমে যার বিবরণ রয়েছে, হাদীসসমূহে যার আলোচনা রয়েছে, তারা একে আফিম এবং ভূত আখ্যা দিয়ে দিয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, যাকে এই গায়রে মুকাল্লিদ এবং মওদুদীরাও বড় বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। তিনি **‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’**য় ইহসানের উপর এতো দীর্ঘ অধ্যায় কায়েম করেছেন যে, এর ব্যাখ্যা **‘রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ’**য় তিনশত পৃষ্ঠা হয়ে গেছে।

যাইহোক, এই দলের তৃতীয় গুমরাহী হচ্ছে যে, তারা ইহসান এবং তাসাওউফকে স্বীকার করে না। একে চুনিয়া বেগম (আফিম) আখ্যা দিয়ে থাকে। অতএব, যে বস্তুর ব্যাপারে কুরআন এবং হাদীসে এতো পরিস্কার আলোচনা এসেছে, তা যদি কেউ অস্বীকার করে, তাহলে সে আহলে হকের অন্তর্ভুক্ত হয় কীভাবে?

৪. দীন আমরা নিজেরাই বুঝব!

কুরআনে কারীমে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এসেছে:

ويعلمهم الكتاب والحكمة

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে কুরআন-হাদীস শিক্ষা দিতেন। কুরআন ও হাদীসের নামই দীন। সাহাবায়ে কিরাম তাবেয়ীনকে কুরআন ও হাদীস শিখিয়েছেন, তারা তাবে-তাবেয়ীনকে শিখিয়েছেন। এভাবেই দীন শেখার এই সিলসিলা চলতে চলতে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

মওদূদী সাহেব পূর্বসূরীদের কাছ থেকে দীন বুঝার এই ধারাবাহিকতাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, দীন বুঝার জন্য পূর্বসূরী আকাবির-আসলাফের সাথে সম্পর্ক গড়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা নিজেরাই দীন বুঝবো। কুরআন-হাদীস আমরা নিজেরাই উপলব্ধি করব। তিনি মডার্ন ইসলামের দায়ী ছিলেন। তেরো শত বছর অবধি আকাবির-আসলাফ যে পদ্ধতিতে দীন বুঝেছেন, তা পুরনো ইসলাম। তাহলে মডার্ন ইসলাম কোথেকে আসবে? এর একটিমাত্র রাস্তা রয়েছে যে, কুরআন-হাদীস বুঝার যে পদ্ধতি পূর্বসূরী আসলাফ থেকে চলে আসছে, তা আমরা গ্রহণ করব না; বরং কুরআন ও হাদীস নিজে নিজে বুঝবো। এটাই সবচেয়ে বড় গুমরাহী; এর চেয়ে বড় গুমরাহী হতে পারে না।

আমার ভাইয়েরা! কুরআন ও হাদীস মডার্ন না ওল্ড? নয়া না পুরাতন? পুরাতন। আজও মুসলমানদের এক হাতে কুরআনে কারীম আছে, অপর হাতে আছে হাদীস শরীফ। এই দুটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মডার্নেট ইসলাম, নয়া ইসলাম কোথেকে আসবে? হ্যাঁ, যদি মডার্ন কুরআন তৈরী করা হয়, মডার্ন হাদীস আনা হয়, তাহলে মডার্ন ইসলামও আসতে পারে। কিন্তু এই কুরআন ও হাদীস তো চৌদ্দশত বছর পুরনো। এর থেকে মডার্নেট ইসলাম কীভাবে আসবে? এ থেকে মডার্নেট ইসলাম আবিষ্কার করার একটিই পদ্ধতি হতে পারে যে, আপনি

কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করবেন, হাদীসের মনগড়া বিশ্লেষণ করবেন এবং মডারেট ইসলাম বের করবেন।

সুতরাং তিনি কুরআনের সাথে এই জুলুম করেছেন যে, আকাবির-আসলাফ থেকে কুরআনে কারীম শেখার কোনো প্রয়োজন নেই; কতক নওজোয়ান, কিছু ডাক্তার, কিছু প্রফেসর (গো+এষণায়=গবেষণায়) বসে যায় এবং যা তাদের বুঝে হয়, তাই ব্যাখ্যা করে বসে, বরং এখনতো নারীরাও (গবেষণায়) বসে যায় এবং দুঃসাহসিকতার সাথে মনগড়া ব্যাখ্যা করে বসে।

মোটকথা কুরআন ও হাদীস বুঝার জন্য আসলাফ থেকে যে পরম্পরা চলে আসছে, তিনি সেই পরম্পরা কর্তন করে দিয়েছেন এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন ব্যাখ্যা করেছেন। আর এভাবেই মডার্ন ইসলাম বের করেছেন। মডার্ন ইসলামের দরকার হলে তো নতুন কুরআন অবতীর্ণ করুন, নতুন হাদীস বানান। তার এই গুমরাহী সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে খতরনাক গুমরাহী।

৫. প্রাধান্য আকলের, না নকলের?

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুদ্ধি দিয়েছেন এবং ব্যবহার করার জন্যই দিয়েছেন; অনর্থক খরচ করার জন্য দেননি। আল্লাহ তাআলা নুযুওয়াতের ধারাবাহিকতাও জারি করেছেন এবং কিতাবও নাজিল করেছেন। শেষ কিতাব হচ্ছে কুরআনে কারীম। এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হল হাদীস। এ (কুরআন ও হাদীস) হল নকল। এই নকল প্রেরণের মতলব হচ্ছে, আপনি শুধু বুদ্ধি দ্বারা মাসআলার সমাধান করতে পারবেন না। আপনি বুদ্ধি দ্বারা ক্ষেত-খামার করতে পারবেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবেন, এটম বোমা বানাতে পারবেন, উড়োজাহাজ বানাতে পারবেন, দুনিয়ার সমস্ত কাজ করতে পারবেন। কিন্তু আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দকে বুদ্ধি দ্বারা জানতে পারবেন না। আপনি বুদ্ধি দ্বারা নির্ধারণ করতে পারবেন না- জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আমল কী এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমল কী? যদি বুদ্ধি দ্বারা এসব মাসআলার সমাধান হতো, তাহলে যেভাবে ক্ষেত-খামার শিক্ষা দেয়ার জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং কারিগরি শিক্ষা দেয়ার জন্য কোন নবী আগমন করেননি, দীন শেখানোর জন্যও কোন নবী আসার প্রয়োজন ছিল না। মানুষ নিজেদের বুদ্ধি দ্বারা নিজেরাই দীন প্রস্তুত করে নিতো। কিন্তু এই কাজ করা যেহেতু শুধুমাত্র আকল দ্বারা সম্ভব নয়, সেহেতু আল্লাহ তাআলা আকলের সাথে সাথে আমাদেরকে নকলও (কুরআন ও হাদীস) দিয়েছেন। এখন বলুন, এই আকল এবং নকলের মধ্যে ভারসাম্য

কীভাবে কায়েম করা সম্ভব? উভয়টি তো বরাবর হতে পারে না। ‘আকল উপরে এবং নকল নিচে অর্থাৎ আকল যা বলবে, তাই নকলের (কুরআন-হাদীসের) মর্ম ধরা হবে’- এটাই হল মওদূদীবাদের দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের দৃষ্টিতে আয়াতের উদ্দেশ্য তাই, যা তাদের বিবেক বলবে। ব্যস! তাই বিসৃদ্ধ। হাদীসের অর্থ-মর্ম তা, যা তাদের বিবেক বলবে।

অথচ চৌদ্দ শত বছর থেকে এটা চলে আসছে যে, নকল উপরে, আকল তার নিচে; আগে কুরআন ও হাদীস, পরে যুক্তিতর্ক ও বুদ্ধি-বিবেক। আল্লাহ তাআলা কুরআন-হাদীস বুঝার জন্য আকল-বুদ্ধি দিয়েছেন। আপনি এই আকল-বুদ্ধির সাহায্যে কুরআন-হাদীস বুঝবেন। কিন্তু একে কুরআন-হাদীসের উপর প্রাধান্য দিবেন না, শ্রেষ্ঠত্ব দিবেন না, বিচারক বানাবেন না। কুরআন-হাদীসকে সেই আলোকে বুঝতে হবে, যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে চলে আসছে। যদি আপনার আকল-বুদ্ধি আয়াত ও হাদীসের সেই অর্থ বুঝে থাকে, যে অর্থ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে চলে আসছে, তাহলে সুবহানাল্লাহ! আর যদি আপনার আকল-বুদ্ধি ত্রুটিপূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ হয়, তাহলে আপনি আকল-বুদ্ধির অনুসরণ করবেন না, বরং নকল (কুরআন-হাদীসের) অনুসরণ করবেন এবং চৌদ্দ শত বছর ধরে নকলের যে অর্থ-মর্ম উপলব্ধি করা হচ্ছে, তাই গ্রহণ করবেন।

মওদূদী সাহেব আকল-বুদ্ধিকে নকলের উপরে স্থান দিয়েছেন এবং বলেছেন, যে মর্ম আমাদের আকলে আসবে, কেবল সেই মর্ম সঠিক হবে এবং কেবল তা আমরা গ্রহণ করব। এই মেজাজ, এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অতীতকালের মুতাযিলাদের। আর বর্তমানে এই মেজাজ হল মওদূদীবাদীদের।

এ হল মওদূদী জামাতের সেই পাঁচটি গুমরাহী, যা আমি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছি। আমি বিস্তারিত বিশ্লেষণে যাইনি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং এর উপর চলার তৌফিক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

পালনপুরী সাহেবের একটি তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা

তেহান্তর ফিরকা সম্বন্ধীয় হাদীসে মাসলাকের তথা মতাদর্শের উল্লেখ রয়েছে। এগুলির মধ্য থেকে বাহান্তর ফিরকাই জাহান্নামে যাবে; কেবল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত তাঁদের আকীদা-বিশ্বাসের বিশ্বস্ততার কারণে জান্নাতে যাবে। তাই মানুষদেরকে তো দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া উচিত, কিন্তু পথভ্রষ্ট দলগুলোর পক্ষ থেকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মধ্যমপন্থী মাসলাক দেওবন্দিয়তের উপর হামলা হলে তার প্রতিরোধ-প্রতিরক্ষাও করা উচিত। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত যদি নীরব থাকে এবং গুমরাহ দলগুলোর গুমরাহীর বিষয়টি স্পষ্ট না করে তাহলে ক্ষতি আহলে হকেরই হবে; বাতিলপন্থী ফিরকাগুলি তাদের ভ্রষ্টতা ছড়াতে থাকবে এবং হকপন্থীদের ময়দান সংকুচিত হতে থাকবে।

আল্লাহ তাআলার এরশাদ-

وَأَنَّ بَذَاً صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

আর এ দ্বীনই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এইভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সাবধান হও। [আল আনআম- ১৫৩]

তাকসীর: আল্লাহর পথ মানে ইসলামের পথ, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের পথ; আর অন্য পথ মানে অন্য ধর্ম এবং মুসলমানদের মধ্যে বিপথগামী সম্প্রদায়ের পথ। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের পথ অনুসরণ করা উচিত; অন্যান্য ধর্ম এবং বাতিল সম্প্রদায়ের পথ পরিহার করা উচিত। বাহান্তর ফিরকা সম্বন্ধীয় হাদীসেও এই বিষয়বস্তু রয়েছে। যদি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শের দাওয়াত না দেওয়া হয় আর গুমরাহ ফিরকাগুলির গুমরাহী প্রকাশ করে দেওয়া না হয় এবং সব দলকেই সঠিক বলে মেনে নেওয়া হয়, তখন গুমরাহী ছড়িয়ে পড়তে থাকবে আর আহলে হক কমে যেতে থাকবে।

সুতরাং নিঃসন্দেহে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে, পাশাপাশি সঠিক মতাদর্শের সুরক্ষাও করতে হবে। যখনই হক মতাদর্শের উপর হামলা হয়েছে, দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবিরগণ তার প্রতিরোধ করেছেন।

একটি ঘটনা: দারুল উলুম দেওবন্দের যখন শতবার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়, তখন হযরত হাকীমুল ইসলাম (ক্বারী ত্বায়্যিব) কুদ্দিসা সিররুহ মুহতামিম ছিলেন। তিনি উচ্চ শ্রেণির শিক্ষক ও মধ্যম শ্রেণির শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি তখন মধ্যম শ্রেণিতে ছিলাম। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল- শতবার্ষিকী সভায় কোন কোন লোককে আমন্ত্রণ জানানো যায়? সকল শিক্ষক একমত যে, শুধুমাত্র আহলে হককে আমন্ত্রণ জানানো উচিত, পথদ্রষ্ট সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ না জানানো উচিত। তারপর প্রথমেই লা-মায়হাবিদের কথা উঠল। সকল শিক্ষক একমত হলেন যে, তারা হকপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত নয়। এরপর জামাতে ইসলামীর কথা উঠে। সাহেবজাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সালিম সাহেব কুদ্দিসা সিররুহ হযরত হাকীমুল ইসলাম কুদ্দিসা সিররুহকে আরজ করেন যে, তারা আহলে হকের মধ্যে शामिल আছে, তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো যায়। তাঁর কথা শুনে সকল উচ্চ শ্রেণির শিক্ষকবৃন্দ চুপ থাকলেন। যখন কেউ কথা বলেননি, তখন আমি হযরত হাকীমুল ইসলাম কুদ্দিসা সিররুহকে আরজ করেছিলাম যে, মওদুদী জামাত হকপন্থীদের মধ্যে शामिल নয়, আমাদের বুয়ুর্গগণ এদেরকে গুমরাহ ঘোষণা করেছেন। তাই তাদেরকে দাওয়াত না দেওয়া উচিত।

যখন আমি এ কথা বললাম তখন মাওলানা সালিম সাহেব আমার দিকে মুখ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তারা কেন গুমরাহ? আমি কারণ বর্ণনা করলাম, তিনি এর জওয়াব দিলেন। আমি দ্বিতীয় আরেকটি কারণ বর্ণনা করলাম, তিনি এটারও জওয়াব দিলেন। তারপর আমি তৃতীয় কারণ বর্ণনা করলাম, অতঃপর তিনি চুপ হয়ে গেলেন। এই কথাবার্তা আধাঘণ্টা চলে। শেষে হযরত হাকীমুল ইসলাম বললেন: আমি আপনাদের উভয়ের কথোপকথন মনোযোগ সহকারে শুনেছি। আমার অভিমত হল তাদেরকে আমন্ত্রণ না জানানো উচিত। হযরত কুদ্দিসা সিররুহর অভিমত নিষ্পত্তিমূলক ছিল, তাই কর্তৃপক্ষ থেকে (শতবার্ষিকী সভার নাজিমে আলা) মাওলানা আসলাম সাহেব কাসিমী কুদ্দিসা সিররুহকে বুক স্টল স্থাপনের জন্য মওদুদী জামাতকে বরাদ্ধকৃত স্থান বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হল। [জলসায়ে তা'যিয়ত কা শরয়ী হুকুম, পৃষ্ঠা ৭৭-৮২]

সমাপ্ত

ভেহান্তর ফিরকা সম্বন্ধীয় হাদীসে
 মাসলাকের তথা মতাদর্শের উল্লেখ
 রয়েছে। এগুলির মধ্য থেকে বাহান্তর
 ফিরকাই জাহান্নামে যাবে; কেবল আহলে
 সুন্নত ওয়াল জামাআত তাঁদের
 আকীদা-বিশ্বাসের বিজ্ঞতার কারণে
 জাহান্নাতে যাবে। তাই মানুষদেরকে তো
 ঘীনের দাওয়াত দেওয়া উচিত, কিন্তু
 পথত্রষ্ট দলগুলোর পক্ষ থেকে আহলে
 সুন্নত ওয়াল জামাআতের মধ্যমপন্থী
 মাসলাক দেওবন্দিয়তের উপর হামলা
 হলে তার প্রতিরোধ-প্রতিরক্ষাও করা
 উচিত। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত
 যদি নীরব থাকে এবং গুমরাহ দলগুলোর
 গুমরাহীর বিষয়টি স্পষ্ট না করে তাহলে
 ক্ষতি আহলে হকেরই হবে; বাতিলপন্থী
 ফিরকাগুলি তাদের ষড়্যতা ছড়াতে থাকবে
 এবং হকপন্থীদের ময়দান সংকুচিত হতে
 থাকবে। সুতরাং নিঃসন্দেহে ঘীনের
 দাওয়াত দিতে হবে, পাশাপাশি সঠিক
 মতাদর্শের হেফাজতও করতে হবে।

আল মাদানী প্রকাশনী সিলেট